শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
(Psychological bases of Education)

মনোবিজ্ঞানের অর্থ ও ধারণার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর দুটি ধারার কথা উল্লেখ করা যায়—অতীত ও বর্তমান।

অতীতে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হত। বর্তমানে মনোবিজ্ঞান অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ের মতো সুসংবদ্ধ পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মনোবিজ্ঞানের অর্থ ও ধারণার এই পরিবর্তন ঘটেছে কতকগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে, যা আলোচনার মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক অর্থ পরিষ্কার ও স্পষ্ট হবে।

☐ মনোবিজ্ঞানের প্রাচীন ও আধুনিক অর্থ
(Traditional & Modern Concept of Psychology) ঃ

মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Psychology। গ্রিক শব্দ Psyche ও Logos শব্দ থেকে Psychology শব্দটির উৎপত্তি। **Psyche কথার অর্থ হল আত্মা (Soul) এবং Logos শব্দের অর্থ হল বিজ্ঞান (Science)** অর্থাৎ আত্মার বিজ্ঞানই হল মনোবিজ্ঞান। মনোবিদ ***Maher*** মনোবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন সেটি হল, 'মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের আত্মা নিয়ে আলোচনা করে।'

মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা অনেকের মনঃপুত হল না। কেননা আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাঁদের মতে, আত্মা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণযোগ্য নয়, তাই এর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। আত্মা নিয়ে কোনো বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। তাই একে **'আত্মার বিজ্ঞান'** বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞান **'মন'**-এর বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত হয়। মনোবিদ ***হফডিং Hoffding*** বলেন, মনোবিজ্ঞান হল মনের বিজ্ঞান (Psychology is the science of mind)। আত্মার বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞান সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ হলেও সংজ্ঞাটি পরিত্যক্ত হয়। কারণ **'মন' শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।** 'মন' সম্পর্কে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 'মন' বলতে মানসিক প্রক্রিয়া বোঝানো হচ্ছে বা মানসিক প্রক্রিয়ার কারণ হিসাবে কোনো মানসিক সত্তাকে বোঝাচ্ছে, না উভয়কেই বোঝাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। মনোবিজ্ঞানী *ম্যাকডুগাল* তাই বলেন, মন হল ব্যর্থক শব্দ। মনকেই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন। তা ছাড়া আত্মার মতো 'মন'ও পর্যবেক্ষণগ্রাহ্য ও পরীক্ষণ সাপেক্ষ নয়। তাই এর বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

অতঃপর মনোবিজ্ঞানকে **'চেতনার বিজ্ঞান'** বলে ব্যাখ্যা করা হয়। মনোবিদ ***অ্যাঞ্জেল (Angell)*** বলেন, মনোবিজ্ঞান হল চেতনার বিজ্ঞান (Science of Consciousness)। *লক,*

হব্‌স প্রমুখ দার্শনিকগণ *ভুন্ড (Wundt), টিচেনার (Titchener)* প্রমুখ মনোবিদগণ মনোবিজ্ঞানকে চেতনা অনুশীলনকারী বিজ্ঞান হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান সংজ্ঞাটি পূর্বের সংজ্ঞা দুটি থেকে উন্নত, কারণ চেতনাকে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য **'অন্তর্দর্শন' পদ্ধতি** ব্যবহার করা হয়। এই প্রথম মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি উল্লিখিত হয়। অন্তর্দর্শন হল কোনো বিশেষ মানসিক অভিজ্ঞতা কালে (যেমন—ভয়, রাগ ইত্যাদি) 'নিজেকে দেখা'। ব্যক্তির অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা ব্যক্ত করাই হল 'অন্তর্দর্শন'। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও সমালোচনার সম্মুখীন হয়। শুধু 'চেতন মন'ই মন নয়, 'প্রাক্‌চেতন' ও 'অবচেতন মন' মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাই মনোবিজ্ঞান **'চেতন মনের বিজ্ঞান'** এই সংজ্ঞাটি আংশিক। ***Mc.Dougall***-এর মতে, মনোবিজ্ঞান শুধু চেতন মনের বিজ্ঞান হলে বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শিশুর আচরণ বা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। এছাড়া পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের সামান্যীকরণ সম্ভব নয় যা বিজ্ঞানের অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানকে 'আচরণের বিজ্ঞান' বলে গণ্য করা হয়। ***Watson, Mc.Dougall, Woodworth*** প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ এই মতের সমর্থক, যদিও তাঁদের ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

মনোবিদ *ওয়াটসন (Watson)* বলেন, মনোবিজ্ঞান হল আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is a science of behaviour)। মনোবিজ্ঞানকে যদি বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয় তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি যে বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়াতীত ও যেগুলি পরীক্ষাসাপেক্ষ নয় সেগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। আচরণ হল পরীক্ষণযোগ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন একটি শিশু ভয় পেয়েছে। যদি একে আত্মা, মন, চেতনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় তবে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি শিশুটি ভয়ের ফলে কী ধরনের আচরণ করেছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অর্থাৎ শিশুটির বাহ্যিক আচরণগুলিকে যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক আচরণ যথা মাংসপেশির সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে অনেক মূল্যবান তথ্যসংগ্রহ করা সম্ভব এবং এটাই হল মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

পরবর্তীকালে মনোবিদ ***Mc.Dougall*** বলেন, 'Psychology is the positive science of behaviour of living things.' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান।

Mc.Dougall-এর সংজ্ঞার সঙ্গে ***Watson***-এর সংজ্ঞার ভাবাগত সাদৃশ্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

Watson প্রমুখ আচরণবাদী মনোবিদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়, অর্থাৎ তাঁরা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। অপরদিকে ***Mc.Dougall*** বলেন, জড়বস্তু যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোয়।

Desigerato, Howiesn ও ***Jackson*** প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে, মনোবিজ্ঞান হল মানুষসহ প্রাণীর আচরণ ও ওই আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ। মনোবিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে ***Watson***-এর ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আচরণবাদী মনোবিদ ***Woodworth*** বলেন, 'Psychology is the science of activities in relation to his environment'। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের প্রেক্ষিতে ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞান। ***Woodworth*** তাঁর সংজ্ঞায় activities বা ক্রিয়াকলাপ বলতে প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন এবং পারিপার্শ্বিক বলতে মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে আচরণবাদীদের বক্তব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে একটি সার্বিক সংজ্ঞা দেওয়া যায়—

"মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ, শ্রেণিবিভাগ, গতিপ্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেহগত প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করে।"

এ যাবৎকাল মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যে সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হল আচরণ সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। কারণ—

(i) ***মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Psychology is positive science) :*** মনোবিজ্ঞান প্রকৃত বিষয়গুলিকে তুলে ধরে যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি। ভালোমন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বা কোনো আদর্শের নিরিখে নয়, যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের প্রকৃতি।

(ii) ***মনোবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ-সাপেক্ষ (Psychology has with observable and experimentable facts) :*** মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরীক্ষণ-সাপেক্ষ। কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না।

(iii) ***আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসাবে মানসিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (Puts importance on mental process in explaining behaviour) :*** ***উডওয়ার্থের*** মতে, আচরণ বলতে এখানে শুধুমাত্র বাহ্যিক এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আচরণ বলা হয়নি, অভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও ভূমিকার কথাও ব্যক্ত হয়েছে এবং সে জন্যই অন্তর্দর্শনের গুরুত্বও এখানে স্বীকৃত।

(iv) ***আচরণ হল প্রাণী ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফল (Behaviour results from the interaction between organism and environment) :*** জীব ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাই হল 'আচরণ'। অর্থাৎ প্রাণী ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলই আচরণ।

(v) ***মনোবিজ্ঞানে দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের প্রক্রিয়াকেই বিশ্লেষণ করে (Psychology deals with both physical and mental processes) :*** এই সংজ্ঞায় জীবের দৈহিক ও মানসিক উভয় ধরনের প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে।

মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এখানে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন জার্মানির প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক *সিগমন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frued)*, যিনি মনোবিশ্লেষণের জনক বলে পরিচিত। তাঁর মতে, মনোবিশ্লেষণ হল মানুষের আচরণকে অবচেতন মনের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার জন্য কৌশল ও তত্ত্ব সংগ্রহ।

মনস্তত্ত্বের সর্বাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি হল **প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব** (Cognitive Psychology) এবং **মানবতা ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব** (Humanistic Psychology)।

প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্ব বলতে বোঝায় সেই মনস্তত্ত্ব যা মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন করে যেমন—কীভাবে আমরা চিন্তা করি, প্রত্যক্ষণ করি, স্মরণ করি এবং শিখি। এর মূল বিষয় হল কীভাবে মানুষ তথ্য অর্জন করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং স্মরণ করে। এর আধুনিকতম ধারণা হল **'Mete Cognition'** (অধি প্রজ্ঞা) যা মানুষকে তার প্রজ্ঞামূলক বিকাশ কীভাবে ঘটে তা বুঝতে সাহায্য করে। প্রজ্ঞামূলক মনস্তত্ত্বের সমর্থকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন *আশুবেল (Ausubel), পিঁয়াজে (Piaget), গ্যানে (Gagne), ব্রুনার (Bruner)* প্রমুখ।

মানবতাভিত্তিক মনস্তত্ত্বে সমগ্র মানুষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য পথিকৃৎ হলেন *কার্ল রজার্স (Carl Rogrers)*। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করা হয় মানুষের আচরণ তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং স্ব-প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। মানুষের দুঃখ, বেদনা, যত্ন এবং স্ব-মূল্যের উপর এই দৃষ্টিভঙ্গি আস্থাশীল। *ম্যাসলো (Maslo)* যিনি এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক তাঁর মতে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার চাহিদার ধারা এই চাহিদাগুলি উচ্চ ক্রমপর্যায় ভুক্ত। যার নীচের দিকে আছে জৈবিক চাহিদাগুলি। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন চাহিদা এবং উচ্চ পর্যায়ে আছে ব্যক্তিগত চাহিদা যেমন—আত্মসম্মান, আত্মপূর্ণতা ইত্যাদি।

☐ মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার সম্পর্ক (Relation between Psychology and Education) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই জানা প্রয়োজন শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের অর্থ। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এখন শিক্ষার সংজ্ঞা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এককথায় বলা যায়, 'শিক্ষা' বলতে আমার সেইসব আচরণ আয়ত্ত করা বুঝি, যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এবং আচরণগুলি সমাজ অনুমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে অপরিণত ব্যক্তিকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার উপরিউক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়া, গতি, প্রকৃতি ও সূত্র নির্ধারণ করে মনোবিজ্ঞান। অপরদিকে সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিক হল শিক্ষার বিষয়বস্তু।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান ঃ Adams এর কথায়, "The teacher teaches ***John Latin***"—এই বাক্যটি থেকে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝা যায়। শিক্ষককে যেমন বিষয় জানতে হবে তেমনি যাকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীকেও জানতে হবে। শিক্ষার্থীকে জানতে হলে প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা শিক্ষাতত্ত্বের একমাত্র কাজ নয় ; লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার পাঠক্রম ও মনোবিজ্ঞান : শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়ার পরবর্তী স্তর হল পাঠক্রম নির্ধারণ করা। পাঠক্রম নির্ধারণ করতে হবে লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন। সুতরাং পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশসাধন উপযোগী। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের এই বহুমুখিতা মনোবিজ্ঞানের ধারণার উপর নির্ভর করে। সামগ্রিক বিকাশ বলতে কী বোঝায়, বিভিন্ন দিকের বিকাশের নীতিগুলি কী, বিকাশের প্রতিকূল এবং অনুকূল পরিবেশে কীভাবে গড়ে তোলা যায়, এককথায় শিক্ষার্থীর বিকাশের বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশ—শিক্ষার এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যে পাঠক্রম রচনা করতে হবে তার জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য।

শিক্ষার পদ্ধতি, মূল্যায়ন ও মনোবিজ্ঞান : পাঠক্রম রচনার পরেই আসে শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থী হবে শ্রোতা আর শিক্ষক হবেন পরিচালক—বর্তমানে এই তত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে বর্তমানে যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তার ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিগুলি যেমন—(*i*) প্রোজেক্ট পদ্ধতি ; (*ii*) সমস্যাসমাধান পদ্ধতি ; (*iii*) প্রোগ্রাম শিখন পদ্ধতি ; (*iv*) আবিষ্কার পদ্ধতি এবং (*v*) আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষণ (Technology based Teaching) পদ্ধতি ইত্যাদির ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান। এই পদ্ধতিগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সক্রিয়তার নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সর্বশেষ স্তর মূল্যায়নের আধুনিক ধারণা, কৌশল স্থিরকরণ এবং প্রয়োগ, তার তাৎপর্য নির্ণয় ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার অন্যান্য দিক এবং মনোবিজ্ঞান : এছাড়া শিক্ষার অন্যান্য দিক যেমন বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনা, সংশোধনমূলক শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উত্তম মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ইত্যাদি সব কল্যাণমূলক এবং গঠনমূলক কাজে মনোবিজ্ঞানের সহযোগিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এককথায় বলা যায়, শিক্ষা হল সম্পূর্ণ শক্তি যেখানে মনোবিজ্ঞান হল ব্যক্তির হাত ও পা যার সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তি অগ্রসর হতে অক্ষম।

☐ শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Education & Psychology) :

এই বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে, শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হল মনোবিদ্যা। শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার এই সম্পর্ককে ভিত্তি করে শিক্ষা-মনোবিদ্যা একটি পৃথক জ্ঞানের বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে শিক্ষা ও মনোবিদ্যা এক। উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(1) মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। অপরদিকে শিক্ষা নিয়মনিষ্ঠ বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানসিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং ভবিষ্যদ্বাণীকরণ। মানুষের পক্ষে ভালো কী মন্দ এ বিচার মনোবিজ্ঞান করে না। শিক্ষার বিষয় হল সেই সব আচরণ বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর।

(2) কেবল মনোবিজ্ঞান নয়, শিক্ষা দর্শন, সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

(3) মনোবিজ্ঞান একটি মৌলিক বিজ্ঞান, সেই অর্থে শিক্ষা মৌলিক বিজ্ঞান নয়। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি সব নিয়েই শিক্ষাবিজ্ঞান।

(4) মনোবিজ্ঞান আচরণ বিশ্লেষণ, আচরণ সম্পর্কীয় তথ্য ও নীতি আবিষ্কার এবং আচরণের নিয়ন্ত্রণ কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন করে। শিক্ষা অপরদিকে আচরণ সম্পর্কীয় তত্ত্ব, নীতি, কৌশল ইত্যাদি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এবং শিক্ষা শিখনকে কার্যকারী করে তোলে। এই অর্থে মনোবিজ্ঞান হল শুধ বিজ্ঞান এবং শিক্ষা হল প্রয়োগিক বিজ্ঞান।

(5) দেশ, সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভেদে শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, কর্মসূচি সবেরই পরিবর্তন দেখা যায়। মনোবিজ্ঞান স্থান, সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিরপেক্ষ।

❑ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, ফলিত মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। শিক্ষাবিদ এবং মনোবিদগণ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা হল—

স্কিনার (Skinner) বলেছেন, "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা শিখন ও শিক্ষণ নিয়ে কাজ করে।"

মনোবিদ *বার্নার্ডের (Burnerd)* মতে, "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ হল শিখন ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়, বিশেষত বিদ্যালয়ের শিখন ও শিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা।"

ক্রো এবং ক্রো (Crow & Crow) মনে করেন, "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান কেবল শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক আচরণ অনুশীলন করে। বিষয়টি ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।"

জাড (Judd) বলেছেন, "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তিজীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন স্তরের যে পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।"

মনোবিদ *পিল্ (Peel)*-এর মতে, "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল শিক্ষার বিজ্ঞান।"

মনোবিদ *কোলেনসিক (Kolensik)* মনে করেন, "শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা ও উন্নত করতে মনোবিজ্ঞানের যেসব তথ্য ও নীতি সহায়ক, সেগুলির অনুশীলনই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান।" সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যেসব গবেষণালব্ধ সূত্র, নীতি শিক্ষার সমস্যাসমাধানে সহায়ক সেগুলিই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন ও কার্যকর করে তুলতে জৈব-মানসিক যেসব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলির আবিষ্কার এবং প্রয়োগ হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী, শিক্ষণপদ্ধতি ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করে এবং শিক্ষাসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, কেস স্টাডি ইত্যাদি।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস (History of Educational Psychology) ঃ

পৃথিবীতে শিক্ষা প্রক্রিয়ার বয়স যত শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তত বয়স। বিভিন্ন সময়ে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। মনোবিজ্ঞানের ফলিত শাখা হিসাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে যেসব পণ্ডিত সরাসরি যুক্ত কেবল তাঁদের প্রসঙ্গই নিম্নে উল্লেখ করা হল।

গ্রিক দার্শনিকদের সময় থেকেই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিকাশের সূচনা হয়। পাশ্চাত্যের দার্শনিক *ডেমোক্রিটাস (Democrites)* হলেন প্রথম দার্শনিক যিনি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গৃহের প্রভাব উল্লেখ করেন।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ দশকে *প্লেটো (Plato)* এবং *অ্যারিস্টটল (Aristotole)* একক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং মনস্তাত্ত্বিক নীতির সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা বলেন। শিক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন বিভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, চরিত্রের জন্য শিক্ষা, পেশা হিসেবে শিক্ষণ এবং শিখন পদ্ধতি, শিখনের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর তাঁরা আলোচনা করেন। অ্যারিস্টটল তাঁর লেখায় শিক্ষার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্কের উপর সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনের মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র পৃথিবীর সমর্থন পেয়েছিল এবং প্রায় 2000 বছর ধরে শিক্ষা প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অ্যারিস্টটলের মতবাদ পরবর্তী পণ্ডিতগণের দ্বারা সংশোধিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে *অ্যাকুইনিস (Acquinis)* সময়ের প্রয়োজনে অ্যারিস্টটলের শিক্ষাদান পদ্ধতির কিছু সংশোধন করেন। *ডেকার্টেও (Descarte)* প্রকৃত জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতবাদকে সমর্থন করেন। *রুশো* শিশুর বিকাশ অনুযায়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক **'EMILE'**-তে শিক্ষা-পরিকল্পনার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

জন লককে (Jon Locke) অনেকে আধুনিক শিক্ষামনোবিদ্যার জনক বলেন। শিখন সম্পর্কে তাঁর মতবাদ *প্লেটোর* মতবাদের বিপরীত। তিনি বলেন, জন্মের সময় শিশুর মন থাকে অভিজ্ঞতাশূন্য পরিষ্কার শ্লেটের মতো (Tabula Rasa)। পরবর্তী সময়ে সে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তিনি মনের শৃঙ্খলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, গণিতের চর্চার মাধ্যমে মনকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

পরবর্তী সময়ে শিক্ষা মনোবিদ্যার বিকাশে যে মতবাদের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় তা হল মানসিক শক্তি তত্ত্ব মতবাদ। এই মতবাদে বলা হয়, মন 3টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত শক্তি বা ক্ষমতা দিয়ে গঠিত—(ক) কারণ নির্ণয় ও বোধগম্যতা ; (খ) অনুভূতি, আবেগ, আসক্তি/আকাঙ্ক্ষা এবং (গ) ইচ্ছাশক্তি।

পেস্তালোৎসি মানসিক শক্তিতত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও তিনিই প্রথম শিক্ষাবিদ যিনি শিক্ষার মনোবিদ্যাকরণে সচেষ্ট হন এবং শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের কথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষার কাজ হল ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তিকে প্রকাশ করা। এই প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষণপদ্ধতি ও মানব বিকাশের নীতির কথা বলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হল শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপর গুরুত্ব আরোপ এবং সঠিক নির্দেশদান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার উপর মানসিক শক্তিতত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এটি নতুন একটি তত্ত্বের জন্ম দেয়। যা শিক্ষার মানসিক শৃঙ্খলাবাদতত্ত্ব নামে বিশেষ পরিচিত। এই তত্ত্বে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মনে করা হয় বিষয়ের সাহায্যেই মনকে শৃঙ্খলায়িত করা সম্ভব। শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিকাশের উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন জার্মান *অধ্যাপক হার্বার্ট (Herbert)* এবং *ফ্রয়েবেল (Froebal)* তাঁরা মনস্তত্ত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মানসিক শক্তি মতবাদকে বাতিল করেছেন। হার্বার্ট আগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং শক্তিসমূহের ব্যক্তিভিত্তিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা। ফ্রয়েবেল শিশুশিক্ষার এক নতুন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন যা 'কিন্ডারগার্টেন' নামে পরিচিত। এই শিশুশিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এতক্ষণ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যে বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তার ভিত্তি হল শিক্ষা দার্শনিকদের বক্তব্য। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা-মনোবিদ্যার শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যখন, *গ্যালটন (Galton), জি. স্টানলি (G. Stanely), হল (Hall)* এবং *এবিংহস (Ebbinghaus)* মানব আচরণ সম্পর্কে তাঁদের গবেষণা প্রকাশ করেন।

উইলিয়াম জেমস (William James) 1890 সালে **'Principles of Psychology'** প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি মনোবিজ্ঞানের সক্রিয় (Functional) দৃষ্টিভঙ্গি সুপারিশ করেন। ব্যক্তিগত পার্থক্য ও মানসিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে ***J. M. Cattele***-এর অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। *অ্যালফ্রেড বিঁনে (Alfred Binett)* হলেন প্রথম মনস্তত্ত্ববিদ যিনি ব্যক্তিগত বুদ্ধি অভীক্ষা প্রস্তুত করে শিক্ষা জগতে এক বিপ্লব নিয়ে আসেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শুরু করে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মনোবিদগণের নজর আকর্ষণ করে। যার ফলে মনোবিদগণের গবেষণা শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যেমন— আচরণবাদ, মনোবিশ্লেষণ এবং সামগ্রিকতাবাদ বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি সকল মানুষের আচরণ ও শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে যা শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

শিক্ষা-মনোবিদ্যা একটি ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের বিষয় যার অনুশীলনের সীমারেখা ক্রমশ ব্যাপ্তি লাভ করছে। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। যা শিক্ষা পরিস্থিতিতে সমগ্র মানুষকে বিচার করে।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Methods of Educational Psychology) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ফলিত শাখা এই অর্থে যে, মনস্তত্ত্বের পরীক্ষাগারে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নীতি প্রণয়ন হয় তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতা আনয়নে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল আগামী দিনের শিক্ষকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও উৎকর্ষতা আনয়নে সাহায্য করা যার দ্বারা শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক আচরণ বুঝতে, নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যাসমাধানে ও বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নানা পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মনোবিদ্যার পদ্ধতিসমূহের সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিদ্যার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান (Psychology is an Applied Science) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, কারণ—

▶ *(1) পরীক্ষণ পদ্ধতি ঃ* আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে-কোনো ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ও তার সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি হল সর্বাপেক্ষা কার্যকর। পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষামূলক বিভিন্ন আচরণের সঠিক কারণগুলো নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে, যার ফলে শিক্ষামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এর পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। যেহেতু শিক্ষামনোবিজ্ঞান পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে, তাই এটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান।

▶ *(2) নীতি ও সূত্র গঠন করে ঃ* শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংঠিত এবং সর্বজনীন তথ্যের ভাণ্ডার আছে। প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের যেমন কিছু সূত্র ও নীতি রয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তেমনি প্রাসঙ্গিক নীতি ও সূত্র রয়েছে, যেমন শিখনের নীতি।

▶ *(3) চিকিৎসামূলক পদ্ধতি ঃ* শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরেই শিক্ষার কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই মানসিক চিকিৎসার কিছু পদ্ধতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ফ্রয়েডের মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি, প্রতিফলন অভীক্ষা, প্রশ্নগুচ্ছ ও ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলি ইত্যাদি। চিকিৎসাশাস্ত্র একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এর ব্যবহার হওয়ায় সেটিও প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান হতে বাধ্য।

▶ *(4) পরিসংখ্যান পদ্ধতি ঃ* শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষামূলক পরিমাপগুলিকে ত্রুটিহীন করা যায় এবং প্রয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়।

▶ *(5) সাধারণীকৃত ধারণা ও সিদ্ধান্ত গঠন ঃ* শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাপ্ত সাধারণীকৃত ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য (প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের মতোই) হওয়ায় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারে যা প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শর্ত।

▶ *(6) ক্রমবিকাশ, বিকাশমূলক পদ্ধতি ঃ* প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে ক্রমবিকাশমান। ঠিক তেমনি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, যার ফলে এই বিষয়টিও ক্রমবিকাশমান।

সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান যেমন রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির মতোই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। অনুসন্ধান কার্য চালাতে গিয়ে শিক্ষা-মনোবিদ্যায় প্রকল্প গঠন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ ইত্যাদি ধাপগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সমস্ত কারণে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির আচরণ অনুশীলনকারী বিষয়নিষ্ঠ এবং প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান হিসাবে বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Aims of Educational Psychology) :

মনোবিদ স্কিনারের মতে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল শিক্ষকের সামনে শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার উপস্থাপিত করা। এর ফলে শিক্ষকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে শিক্ষাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে সক্ষম হয়। শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্যগুলি হল—

(1) শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাসমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা।

(2) শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক আচরণ ও বিভিন্ন ধরনের বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ করা, নীতি প্রণয়ন করা, প্রয়োজন মতো আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা।

(3) নতুন ধরনের শিক্ষণকৌশল ও বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনামূলক কর্মসূচি তৈরি, শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, সময়তালিকা প্রস্তুতি, শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাহায্য করা ইত্যাদি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য।

(4) শিক্ষার্থীদের আচরণ বিশ্লেষণ করে তাদেরকে সমাজের সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য উপযোগী করে তোলা।

(5) শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষকদের সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বনে সাহায্য করা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলি বিচার করে বলা যায়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করে এবং শিক্ষণ ও শিখন প্রণালী উন্নত করে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সফলভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিগুলি হল—

(1) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি পৃথক বিষয় :* পূর্বে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমূলক শাখা বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসাবে স্বীকৃত। কোনো জ্ঞানভাণ্ডারকে পৃথক বিষয় বলে স্বীকৃতি পেতে হলে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হয়। এই শর্তগুলি হল জ্ঞানের বিষয়টিকে যথেষ্ট বিস্তৃত হবে। এর নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি ও সমস্যা থাকবে যার উপর পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা করে সমাধানের উপায় নির্দিষ্ট করা সম্ভব। সমাধানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ থাকবে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সব শর্তগুলিই পূরণ করে। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃত।

(2) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি :* শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয় অনুশীলনের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির মধ্যে

অন্যতম হল পরীক্ষণ পদ্ধতি, জেনেটিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি, সার্ভে পদ্ধতি ইত্যাদি। ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি, তুলনামূলক পদ্ধতি, অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ইত্যাদি।

(3) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান* : ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল হয় এমন সব বিষয় নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। ব্যক্তি ও সমাজের উভয়ের বা যে-কোনো পক্ষের ক্ষতি হয় এমন কোনো বিষয় নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না।

(4) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিষয়* : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের উপর যেমন—শিখন, শিক্ষণ, প্রেষণা, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদির উপর ব্যাপক গবেষণার ফলে নতুন তথ্য, তত্ত্ব, নীতি ও সূত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে যার প্রয়োগ শিক্ষা-বিজ্ঞানকে আরও উন্নত ও কার্যকারী করে তুলছে। এই অর্থে গতিশীলতা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি।

(5) *ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য* : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি পার্থক্যকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিগত পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই ব্যক্তিপার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার বিষয়সমূহকে পর্যালোচনা করে।

(6) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান* : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই দুটি বিষয়ের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃ-বিদ্যা, পরিসংখ্যান, শরীরবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা-মনোবিদগণ ব্যবহার করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে আরও কার্যকারী করে তুলতে সাহায্য করে।

(7) *শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তার পূর্বাভাস* : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিকল্পনাও করে।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বা শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (Scope of Educational Psychology/Subject matter of Educational Psychology) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত শিখন ও শিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো ও তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যেসব বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন তাই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বা বিষয়বস্তুসমূহ নীচে আলোচিত হল—

▸ *(1) শিখন প্রক্রিয়া* : শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের নিয়মাবলি, শিখনে প্রেষণার ভূমিকা, বিভিন্ন প্রকারের শিখন যেমন তথ্য শিখন, ধারণা শিখন, দক্ষতা শিখন, সমস্যাসমাধান শিখন, শিখনের বিভিন্ন উপাদান, তত্ত্ব ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

▸ *(2) প্রাথমিক মানসিক উপাদান* : প্রাথমিক মানসিক উপাদান যেমন—মনোযোগ, স্মৃতি, বুদ্ধি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি যা শিক্ষা ও শিখনে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

▶ *(3) বিকাশের ধারা* ঃ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তার অনুশীলন অর্থাৎ বিকাশের ধারা আলোচনা এবং শিক্ষার উপর তার প্রভাব, বিকাশের ক্ষেত্রে কী কী করণীয় ইত্যাদি সবই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

▶ *(4) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ* ঃ ব্যক্তিসত্তা কাকে বলে ? ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সুনির্বাচিত করা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ।

▶ *(5) শিখন সঞ্চালন* ঃ শিখন সঞ্চালন কাকে বলে, আদৌ শিখন সঞ্চালন ঘটে কিনা, ঘটলে তার ব্যাখ্যা কী, কীভাবে শিখন সঞ্চালনে উৎকর্ষ ঘটানো যায় তারও আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

▶ *(6) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য* ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন— পাঠক্রম, পাঠদান, মূল্যায়ন ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পার্থক্য দূর করা নয়, ব্যক্তিগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে ব্যক্তির বিকাশ ঘটানোই গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। কাজেই ব্যক্তিগত পার্থক্য কী, ব্যক্তিগত পার্থক্য কেন হয়, ব্যক্তিগত পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা কীভাবে পরিকল্পিত হবে ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

▶ *(7) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন* ঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, তার মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন কতটুকু ঘটল, যদি না ঘটে তার কারণ কী, কীভাবে সংশোধন করা যায় সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মূল্যায়ন কেবল জ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের বিকাশের সার্বিক মূল্যায়ন যা আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি তার আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

▶ *(8) পরিসংখ্যান/রাশিবিজ্ঞান* ঃ বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার হচ্ছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান যা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষকের অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রস্তুত, নম্বরদান ও তার তাৎপর্য নির্ণয়ে রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

▶ *(9) মানসিক স্বাস্থ্য* ঃ সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। অন্যথায় শিখন বা পাঠদান কোনোটাই সার্থকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি কী, কীভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় তা সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে ছোটোখাটো অপরাধ করে থাকে। এই অপরাধগুলি কেন করে, কীভাবে দূর করা যায়, এ সমস্ত আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

▸ *(10) অভিযোজন প্রক্রিয়া* : শিক্ষা হল অভিযোজন। সার্থক অভিযোজন কাকে বলে ; কীভাবে সার্থক অভিযোজন করা যায় ; অভিযোজনের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ কী ; অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিরোধ করা প্রভৃতি শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

▸ *(11) নির্দেশনা ও পরামর্শদান* : শিক্ষা-নির্দেশনা আধুনিক শিক্ষাচিন্তার ফল। শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশন করা, শিক্ষা-সমস্যাসমাধানে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তির পছন্দ বিকাশে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীকে বৃত্তি-সংক্রান্ত তথ্য জানানো সবই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

▸ *(12) ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা* : ব্যতিক্রমী অর্থাৎ, প্রতিভাসম্পন্ন, পিছিয়ে পড়া এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের শিশুদের বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হয় এবং কীভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে এদের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষণ-পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই সঠিক পথ দেখাতে পারে।

▸ *(13) শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণা* : শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপর বর্তমানে বহু গবেষণা হচ্ছে। এই গবেষণার ফল প্রয়োজনমতো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও তার ফল শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচনা হয়।

▸ *(14) শ্রেণিকক্ষের পরিচালনা* : শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সজাগ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকের। ওই বিষয়গুলিতে যথাযথ ধারণা না থাকলে একজন শিক্ষক যত বড়ো পণ্ডিত হোন না কেন তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হবেন। সুতরাং শ্রেণিকক্ষের পরিচালনাও শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এই মনোবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করলে শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বর্তমানে শুধু একটি বিষয় নয়, এটি বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়ের মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা (Role of Educational Psychology in Education) :

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যক্তির আচরণ আয়ত্তীকরণ এবং সংশোধন, আর শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল ব্যক্তির শিক্ষাকালীন আচরণের বিজ্ঞান। অর্থাৎ শিক্ষা কার্যকর করে তুলতে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। আচরণের বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না

থাকলে আচরণ আয়ত্তীকরণ এবং আচরণ সংশোধনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সফল চিকিৎসক হতে গেলে যেমন পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং রোগীর প্রকৃতি জানা প্রয়োজন তেমনি একজন সফল শিক্ষক হতে গেলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কীভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষককে তাঁর পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষণকে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উভয় দিক থেকে সাহায্য করে।

(ক) তাত্ত্বিক দিক ঃ

○ ***(1) ব্যক্তির বিকাশ সম্পর্কীয় তথ্য (Information about development of individual) ঃ*** শৈশব, বাল্যকাল এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণ জীবন বিকাশের এই স্তরগুলি শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণের সময়। বিকাশের এই স্তরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। জীবন বিকাশের এই স্তরগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য—শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করা তাঁর অর্থাৎ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়।

○ ***(2) শ্রেণিকক্ষের শিখন সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge about classroom learning) ঃ*** শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকে সাধারণভাবে শিখন প্রক্রিয়া এবং বিশেষভাবে শ্রেণি শিখনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি, শিখনের নীতি ও বৈশিষ্ট্য, শিখনের বিভিন্ন মতবাদ, শিখনের উপাদান ইত্যাদি সবই শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি।

○ ***(3) ব্যক্তিগত পার্থক্য (Individual difference) ঃ*** শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণ, ব্যক্তিগত পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, শিক্ষার্থীর সহজাত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যাদি সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। এ সবই শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি।

○ ***(4) কার্যকারী শিক্ষণ পদ্ধতি (Effective teaching method) ঃ*** উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি চয়নে শিক্ষা-মনোবিদ্যা সাহায্য করে। শিক্ষা সম্পর্কে নতুন তথ্য ও চিন্তাধারা নতুন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এই নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের পশ্চাতে শিক্ষা মনস্তত্ত্ব বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধু নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনে নয়, পুরোনো এবং অপ্রয়োজনীয় শিক্ষণ পদ্ধতি বাতিলকরণেও শিক্ষা মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে সচেতন। এ ব্যতীত বিভিন্ন বয়সে শিখন সমস্যাগুলির প্রকৃতি ও কারণ, কীভাবে ওইগুলির সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্য শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকেই আমরা সংগ্রহ করি। যার ফলে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত সফল করে তোলা সম্ভব।

○ ***(5) শিক্ষার্থীর সমস্যাসমাধান (Helping students' problem) ঃ*** শিখন সম্পর্কীয় নানা সমস্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। উপযুক্ত সময়ে এবং সঠিক সমাধানের অভাবে এই সমস্যাগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে নানারকম অপসংগতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই এই ধরনের সমস্যাসমাধানের জন্য শিক্ষককেই বিশেষ তৎপর হতে হবে। শিক্ষা মনস্তত্ত্বে বিভিন্ন বয়সে শিখন সমস্যা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। শিক্ষক সে সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থীর সমস্যাসমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন।

○ ***(6) মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge about mental health)*** : শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক সু-স্বাস্থ্য। মানসিক স্বাস্থ্য কী, কীভাবে মানসিক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়, কী কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, মানসিক অসুস্থতার প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য শিক্ষা মনস্তত্ত্বে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলে এবং অনেক কৌশলের সন্ধান দেয়, যার সাহায্যে শিক্ষক তাঁর কর্তব্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার দক্ষতা অর্জন করেন।

○ ***(7) শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থিরকরণ (Framing educational objectives)*** : শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থিরকরণে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্যের পরিবর্তন ঘটে। চাহিদা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করলে তা নৈর্ব্যক্তিক ও বাস্তব হয়। ব্যক্তির চাহিদা ও সামর্থ্য সম্পর্কে তথ্য শিক্ষা মনস্তত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করা যায়।

○ ***(8) পাঠক্রম গঠন (Framing Curriculum)*** : বিভিন্ন বয়সের জন্য পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও তার পূরণ শিক্ষার্থীদের বিকাশের প্রকৃতি, শিখন প্রক্রিয়া, সামাজিক চাহিদা ইত্যাদি সবই পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বর্তমান পাঠক্রম রচনায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদার এমনভাবে সমন্বয় ঘটানো হয় যাতে বিদ্যালয় থেকে সামাজিক পরিবেশে সর্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চালন ঘটে।

○ ***(9) শিক্ষণ ও শিখনের ফলে পরিবর্তনের পরিমাপ (Measuring change due to teaching-learning)*** : শিক্ষণ ও শিখনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে তার পরিমাপে মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার ব্যবহার বর্তমানে খুবই প্রচলিত। অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা সম্পর্কে তথ্য অবগত হন যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের তাৎক্ষণিক ফিডব্যাকের কাজ করে।

○ ***(10) গবেষণা (Research)*** : শিক্ষার্থীদের আচরণ এবং পারদর্শিতার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ নির্দিষ্টকরণে গবেষণা করা হয়। এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রস্তুতকরণে শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

○ ***(11) ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Special education for exceptional children)*** : প্রতিবন্ধী সমেত ব্যতিক্রমী (প্রতিভাবান ও পিছিয়ে পড়া) শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্টকরণে এবং তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

○ ***(12) ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন (Development of positive attitude)*** : শিক্ষা, শিক্ষালয় এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজন। এই ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষা-মনোবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

○ *(13) দল-গতিশীলতা (Group dynamics)* ঃ বর্তমান শিক্ষা-মনোবিদগণ শ্রেণিকক্ষে শিখন প্রক্রিয়ায় সামাজিক আচরণ ও দল-গতিশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সফল শিক্ষক হতে গেলে শিক্ষকের এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষা-মনোবিদ্যা এই জ্ঞান সরবরাহ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হল। ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

◗ (খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিদ্যার ব্যাবহারিক প্রয়োগ (Role of Educational Psychology in practical aspect of Education) ঃ

○ *(1) শৃঙ্খলার সমস্যা (Problem of discipline)* ঃ দৈনন্দিন শ্রেণি-শিক্ষণে ছাত্র-শৃঙ্খলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়মকানুন অনুসরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বর্তমান শিক্ষা-মনোবিদগণ এই ব্যবস্থার বিরোধী। তাঁরা বলেন, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। যে শিক্ষক কঠোর শাস্তি দেন এবং তিনি যে বিষয়ে পাঠদান করেন উভয়ের প্রতিই শিক্ষার্থীদের অবাঞ্ছিত মনোভাব তৈরি হয় যা শিক্ষা-শিখনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বর্তমান শিক্ষা-মনোবিদগণের মতে, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে লঘু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, তবে তাও মনস্তত্ত্ব সম্মত হওয়া উচিত। ছাত্রের প্রকৃতি বুঝতে হবে, কী কারণে সে বিশৃঙ্খল আচরণ করছে তা অনুসন্ধান করার পরেই শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণ করা হবে। পাশাপাশি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

○ *(2) শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার (Uses of teaching aids)* ঃ পঠনপাঠনে শিক্ষা প্রদীপন ব্যবহারের সুফল শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষা প্রদীপনের ব্যবহার একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর দ্রুত বিষয় আয়ত্তকরণে এবং ধারণা গঠনে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি বিষয়কে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখতে সাহায্য করে।

○ *(3) গণতান্ত্রিক প্রশাসন (Democratic administration)* ঃ প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক প্রশাসন উৎকৃষ্ট বলে সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক প্রশাসনই কাম্য, বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে শিক্ষার ভিত্তি হল গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সকলের সঙ্গে বসে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মনস্তত্ত্বের ভাষায় গণতান্ত্রিক প্রশাসনে সকলেরই অহংবোধ তৃপ্ত হয়। ফলে কেউ নিজেকে বা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে না। সকলেই তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

○ *(4) সময়তালিকা (Time table)* ঃ বিজ্ঞানসম্মত সময়তালিকা প্রণয়নে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করে। সময়তালিকায় কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় রাখলে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমতা সর্বোচ্চভাবে প্রয়োগ করতে পারে এবং পশ্চাৎমুখী প্রতিরোধ ন্যূনতম হয় ; কখন টিফিন দিলে মানসিক ক্লান্তির অপনয়ন সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা-মনোবিদ্যার নিকট আমরা পাই। আর এই জ্ঞান সময়তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

○ *(5) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি (Co-curricular activities)* ঃ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সুসংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশ। শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন সুসংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জ্ঞানমূলক শিক্ষার সঙ্গে, কর্মমূলক ও অনুভূতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচি যেমন—খেলাধুলা, নাটক, বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংগঠন প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন। এইগুলিকেই সহ-পাঠক্রম কার্যসূচি বলে। সুসংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই আমাদের জ্ঞাত করে।

○ *(6) নতুন চিন্তাধারার প্রয়োগ (Application of new trends)* ঃ শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নতিকরণে নতুন নতুন চিন্তাধারা প্রয়োগ হচ্ছে। সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, আবিষ্কার শিখন, অণু-শিক্ষণ পদ্ধতি, পরিকল্পনাভিত্তিক শিখন পদ্ধতি, গ্রেডিং পদ্ধতি এগুলি নতুন চিন্তাধারার উদাহরণ। এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে আছে শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ ভূমিকা।

○ *(7) পাঠ্যপুস্তক রচনা (Writing text book)* ঃ শিক্ষা-মনোবিদ্যা পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনায় সাহায্য করে। পাঠ্যপুস্তক রচনায় শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ, চাহিদা এবং আগ্রহ বিবেচিত হয়, যা আমরা শিক্ষা-মনোবিদ্যা থেকে পাই। পাশাপাশি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। লেখকগণ মনে রাখবেন তিনি প্রধানত শিক্ষার্থীদের জন্য লিখেছেন। শিক্ষক বা অধ্যাপকদের জন্য নয়।

পরিশেষে বলা হয়, শিক্ষা-মনোবিদ্যা ব্যতীত শিক্ষা কার্যকারী হতে পারে না। শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপর নিত্য নতুন গবেষণার ফল শিক্ষাকে আরও উন্নত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলেছে।

❑ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আধুনিক প্রবণতা (Recent Trend in Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা শব্দটি জ্ঞানার্জন, দক্ষতা, কৌশল আয়ত্তীকরণ, নীতি ও সূত্র গঠন, সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষক ও ছাত্র প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শেখান, শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করেন ও তাকে শিক্ষালাভে সাহায্য করেন। **শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষণ (Teaching), শিক্ষার্থীর কাজ হল শিখন (Learning)।**

শিখন প্রক্রিয়াটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও লক্ষ্য নির্দেশক একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। সক্রিয়তা বলতে এখানে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াশীলতাকে বোঝায়। শিক্ষার্থীর অন্তর থেকে যখন কোনো প্রয়োজন অনুভব করে তখন তার ক্রিয়াশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ শিখন হল আত্মসক্রিয়তা। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিখনের ক্ষেত্রে মূলনীতিসমূহ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা, সামর্থ্য, সব ধরনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিজস্ব চেতনা, নির্দেশ, পরিচালনা প্রভৃতি আত্মসক্রিয়তামূলক বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। শিক্ষাবিদ ***Yorkman Simpson*** শিখনের ৯টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

(1) শিখন হল ক্রমবর্ধনশীল ;

(2) শিখন হল সামঞ্জস্যবিধান ;

(3) শিখন হল সুসংগঠিত অভিজ্ঞতা ;

(4) শিখন হল উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রক্রিয়া ;

(5) শিখন হল বুদ্ধিভিত্তিক সৃজনশীল প্রক্রিয়া ;

(6) শিখন সক্রিয়তা সৃষ্টিকারী ;

(7) শিখনে বাস্তব ও সমাজ উভয় ধরনের ভিত্তি রয়েছে ;

(8) শিখন হল পরিবেশের ফলশ্রুতি ;

(9) শিখন শিক্ষার্থীর আচরণকে প্রকাশ করে।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নির্মিতিবাদ (Constructivism), শিক্ষার্থীর শিখনের রূপ ও প্রকৃতি (Students' learning style and approaches), শ্রেণিকক্ষে ছাত্রের বৈচিত্র্য (Student diversity in classroom), শিখনের ওপর বিদ্যালয় বহির্ভূত পরিবেশের প্রভাব (Out of school influences) এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শিখনের জন্য চাই অনুকূল পরিবেশ, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, সামর্থ্য, প্রবণতা, বংশগত প্রভাব, প্রেরণা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, বয়স ও পরিপক্কতা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে শিখনের বিষয়বস্তু, পূর্ব অভিজ্ঞতা, শিক্ষাসামর্থ্যের স্তর, শিক্ষণমূলক উপাদান ইত্যাদি। শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে উপযুক্ত সংযোগসাধনের মাধ্যমে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়াকে আরো ক্রিয়াশীল করা সম্ভব। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ধারণাকে আরও বেশি স্পষ্ট ও কার্যকরী করে তুলতে হলে ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন—নির্মিতিবাদ, শ্রেণিকক্ষে ছাত্র বৈচিত্র্য ও শিখনের ওপর বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আরও আলোচনার প্রয়োজন।

❑ নির্মিতিবাদ (Constructivism) :

শিক্ষার্থীরা নিজের বিচারবুদ্ধি ও মননের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যেসব বিষয় জানতে পারে তাকেই শিক্ষামনোবিজ্ঞানে নির্মিতিবাদ (Constructivism) বলে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বলতে শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ, মনোযোগ, প্রবণতা, মনোভাব, প্রেষণা ইত্যাদির পার্থক্যকে বোঝায়। এগুলি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আলাদা। সার্থক শিক্ষণের জন্য শিক্ষককে এগুলির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। **প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের গুরুত্ব ছিল প্রধান, শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল গৌণ।** কিন্তু **আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষা হল শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।** শিক্ষকের ভূমিকা হল শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর দেওয়া ও শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। শিক্ষার্থী যখন প্রকৃতিকে চিনতে ও জানতে শিখবে তখন সে নিজে থেকেই তার কৌতূহল নিবৃত্তি শিখতে চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন। ***পিয়াজে, ডিউই, এডমন্ড হুসেরল (Edmund Husserl) ভাইগটস্কি (Vygotsky) জোসেফ নোভাক*** প্রমুখ নির্মিতিবাদের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

Shuell (1996), নির্মিতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন—

(ক) শিক্ষার্থী শিখনীয় বিষয়কে শুধু সংরক্ষণ বা মনে রাখে না, বিষয়টির একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে এবং শেখে। এইজন্যই নির্মিতিবাদ বলে।

(খ) তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলিকে নির্বাচন করে এবং বর্তমান চাহিদার নিরিখে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে।

(গ) এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়কে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক উল্লেখ করেননি এমন সব তথ্যও শিক্ষার্থী যুক্ত করে।

(ঘ) এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষণীয় বিষয়কে অর্থবহ করে তুলতে শিক্ষার্থী একাধিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে, যার ফলে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

নির্মিতিবাদের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—গণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ প্রক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে শিখন হলে, কোনো সমস্যাসমাধান করতে দিলে কী কী প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সঠিক প্রতিরূপ নির্মিত হলেই শিক্ষার্থী সমস্যাটি সমাধান করতে পারে। এই মানসিক প্রতিরূপ গঠন করতে গিয়ে শিক্ষার্থী অনেক সময় এমন অনেক তথ্যকে সংযুক্ত করে যেগুলি হয়তো শিক্ষকের মুখ থেকে শোনেইনি। যেমন—রসায়নের ক্ষেত্রে রাসায়নিক বন্ধন বুঝতে গিয়ে বিষয়টিকে উপলব্ধি করার জন্য সামাজিক বন্ধনের সাপেক্ষে রাসায়নিক বন্ধনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। একই শিক্ষকের কাছে একই বিষয়ে একই সময়ে একাধিক ছাত্র পড়ে, কিন্তু সব শিক্ষার্থী হুবহু একরকমভাবে শেখে না। ফলে শিক্ষক কর্তৃক বিষয়টির উপস্থাপন সকল শিক্ষার্থীদের কাছে একই রকম হয় না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী বিষয়টিকে নিজের মতো করে মানসিক প্রতিকল্প গঠন করে এবং বিষয়টিকে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে। এই নিজের মতো করে বিষয়ের অর্থ আয়ত্ত করা বা নিজের মতো করে বিষয়টিকে মনে রাখার চেষ্টাই হল নির্মিতিবাদের মূল কথা।

নির্মিতিবাদ বুঝতে হলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার—(1) **সক্রিয়তা**, (2) **বিষয়ের অর্থ**।

প্রথম অর্থাৎ সক্রিয়তা বলতে বোঝায় বিষয়কে বোঝার জন্য শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা। শিক্ষার্থী যদি সক্রিয় না হয় তবে শিক্ষক যেভাবেই শিক্ষা দেন না কেন শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া সফল হতে পারে না।

একই বিষয়ের উপলব্ধি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন। এই অর্থ উপলব্ধি শিক্ষার্থীর বিষয়ের প্রতি প্রেষণা, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়ে যত বেশি মনোযোগ দেবে ওই বিষয়ে তত বেশি জানতে পারবে। বিষয়ে মনোযোগ দিতে প্রয়োজন হল শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত শর্তগুলি অর্থাৎ প্রেষণা, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে এবং শিক্ষার্থীকে অর্থ উপলব্ধিতে সাহায্য করে, যা নির্মিতিবাদের দ্বিতীয় দিক গুরুত্বপূর্ণ।

○ নির্মিতিবাদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Constructivism) ঃ

আধুনিক মনোবিদগণ নির্মিতিবাদকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—(*a*) **ব্যক্তিনির্ভর নির্মিতিবাদ** এবং (*b*) **সমাজনির্ভর নির্মিতিবাদ বা সমাজভিত্তিক নির্মিতিবাদ।**

▶ ***(a) ব্যক্তিনির্ভর নির্মিতিবাদ (Individualistic Constructivist)*** ঃ যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যক্তির নিজস্বতার ভিত্তিতে, মানসিক প্রতিকল্প গড়ে ওঠে তাকে ব্যক্তিনির্ভর নির্মিতিবাদ বলে। *যেমন*—ব্যক্তি নিজে পুস্তক পড়ে বা কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে যদি তার মানসিক প্রতিকল্প গড়ে ওঠে তবে সেটি হল ব্যক্তিনির্ভর নির্মিতিবাদ। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিনির্ভর নির্মিতিবাদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিভিত্তিক নির্মিতিবাদের মধ্যে *পিয়াজে, ভন গ্লেসার ফেল্ড (Von Glaser Feld)*-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

▶ ***(b) সমাজনির্ভর নির্মিতিবাদ বা সমাজভিত্তিক নির্মিতিবাদ (Social Constructivist)*** ঃ ব্যক্তি যখন শ্রেণিকক্ষ, বন্ধুবান্ধব, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বা পরিবারের বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মানসিক প্রতিকল্প তৈরি করে, তাকে সমাজভিত্তিক বা সমাজনির্ভর নির্মিতিবাদ বলে। *যেমন*—কোনো পারিবারিক সমস্যা উপস্থিত হলে ব্যক্তি পরিবারের লোকজন, বন্ধুবান্ধব এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে দলগত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শ্রেণিশিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। এইভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মানসিক প্রতিকল্প তৈরি হয় তাকে সমাজভিত্তিক নির্মিতিবাদ বলে। সমাজনির্মিত নির্মিতিবাদের উপর ***ভাইগটস্কির*** নাম উল্লেখযোগ্য।

○ নির্মিতিবাদ ও শিক্ষকের কর্তব্য (Constructivism and Teacher's Duty) ঃ

শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত হোক বা সমাজভিত্তিক প্রতিকল্প তৈরির ক্ষেত্রেই হোক শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে শিক্ষকের যেসব কর্তব্যগুলি রয়েছে সেগুলি হল—

(1) শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, সামর্থ্য, বয়স প্রভৃতির দিকে লক্ষ রেখে বিষয়ের অভীক্ষাপত্র বা প্রশ্নগুচ্ছ বা ইন্টারভিউ সিডিউল তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। অভীক্ষাপত্র বা প্রশ্নগুচ্ছ বা ইন্টারভিউ ইত্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে কতটুকু জানেন সেটির দিকে নজর না রেখে শিক্ষার্থী কতটুকু জানে সেই দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়ের উপর কতটুকু এবং কী ধরনের মানসিক প্রতিকল্প তৈরি হয়েছে তা মূল্যায়ন করে দেখা উচিত।

(2) অভীক্ষাপত্র বা প্রশ্নগুচ্ছ বা ইন্টারভিউ-এর ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া প্রয়োজন। উত্তরগুলির মধ্যে শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব কতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীকে এমন প্রশ্ন করা উচিত যাতে তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, পারিবারিক পরিচয়, তার বৌদ্ধিক বিকাশ, বিষয়ের প্রতি আগ্রহ কতটা হয়েছে তা জানা যায়।

(3) শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডার কতটা সমৃদ্ধ তা জানার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে।

(4) শিক্ষার্থী বিষয়টি কতটা জেনেছে তার জন্য অভীক্ষাপত্র বা প্রশ্নাবলিকে আদর্শায়িত করা দরকার।

(5) শিক্ষার্থীর জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে শিক্ষকের সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

(6) শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়ের সঠিক প্রতিকল্প তৈরি না হলে তার সংশোধন করা প্রয়োজন। এবং শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা শিক্ষকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সুতরাং আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞানে নির্মিতিবাদের (Constructivism) গুরুত্ব উপলব্ধি যেমন শিক্ষার্থীদের করতে হবে ; তেমনি শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞানী প্রত্যেকেরই নির্মিতিবাদের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

○ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য (Difference in characteristics of students in classroom) ঃ

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। একই শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। এই পার্থক্যই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। মনোবিদ ***Allport***-এর মতে, প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব ভঙ্গিতে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করে, যার ফলে পার্থক্য দেখা যায়।

দৈহিক, মানসিক, মেজাজগত, সামাজিক, প্রক্ষোভগত, শিক্ষাগত ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

○ দৈহিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(1) ***ওজনের পার্থক্য*** ঃ একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওজনগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন বয়সে তাদের দৈহিক ওজনের বৃদ্ধি, হার, পুষ্টি, নিজস্ব নিয়মে পরিবর্তিত হয়।

(2) ***উচ্চতার পার্থক্য*** ঃ একই বয়সের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সাধারণত জাতিগত এবং বংশগতভাবে বা জিনগতভাবে উচ্চতার পার্থক্য ঘটে।

(3) ***অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পার্থক্য*** ঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিক থেকেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

(4) ***দৈহিক শক্তির পার্থক্য*** ঃ একই শ্রেণির প্রায় সমবয়সি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দৈহিক শক্তির পার্থক্য দেখা যায়। শরীর চর্চা এবং দৈহিক অনুশীলনের ফলে দৈহিক শক্তির পার্থক্য ঘটে।

(5) ***কর্মক্ষমতার পার্থক্য*** ঃ বিভিন্ন শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা বিভিন্ন। কর্মের অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ কর্মক্ষমতার পার্থক্য ঘটায়।

(6) ***দেহ সঞ্চালনগত পার্থক্য*** ঃ দেহ সঞ্চালনগত ক্ষমতা বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন।

(7) ***আকার ও অবয়বের পার্থক্য*** ঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আকার এবং অবয়বের পার্থক্য দেখা যায়।

○ মানসিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(1) *প্রত্যক্ষণের পার্থক্য* ঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষণগত পার্থক্য রয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা পরিস্থিতি, বিষয় বা বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করে। কোনো কিছুই তার চোখ এড়িয়ে যায় না। কিছু আবার উপর উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করে। অধিকাংশই প্রত্যক্ষণের বাইরে থাকার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অসুবিধার কারণ হয়। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষণ মাঝারি ধরনের। অনেক কিছুই দেখে আবার বেশ কিছু বাদ পড়ে।

(2) *ভাবমূর্তিগত লক্ষ্য* ঃ কোনো বস্তুকে আমরা যখন প্রত্যক্ষণ করি তখন তার ভাবমূর্তি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ভাবমূর্তির বিভিন্নতা দেখা যায়।

(3) *স্মরণ ক্রিয়ার পার্থক্য* ঃ স্মরণক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পাই সেগুলি হল—শিখন, সংরক্ষণ, পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা। এই প্রক্রিয়াগুলির প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের পার্থক্য করা যায়। যেমন—কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয় তাড়াতাড়ি শেখে, কিন্তু খুব বেশি দিন সংরক্ষণ করতে পারে না। আবার কোনো শিক্ষার্থীর বিষয়টি শিখতে দেরি হলেও অনেক দিন বিষয়টি মনে রাখতে পারে। আবার কারও পুনরুদ্রেকের ক্ষমতা বেশি, কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষমতা কম ইত্যাদি।

(4) *ধারণার পার্থক্য* ঃ কোনো বিষয় সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান যা একই ধরনের বিষয়কে শ্রেণিভুক্ত এবং অন্যান্য বিষয়কে পৃথক করে তাই হল ধারণা। ধারণার জন্য বিষয়টিকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই দুই ধরনের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। এই দুটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যার ফলে ধারণার মধ্যে পার্থক্য ঘটে।

(5) *অনুরাগের পার্থক্য* ঃ অনুরাগ শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া যা শিখনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী ভেদে অনুরাগের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন—সমবয়সি দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনের অঙ্কে অনুরাগ এবং অপরজনের ইংরেজিতে অনুরাগ।

(6) *বুদ্ধির পার্থক্য* ঃ শিক্ষার্থীভেদে বুদ্ধির পার্থক্য করা যায়। **বুদ্ধি পরিমাপের সূচক হল বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.)**। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্ক-এর মান ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে পারদর্শিতার মাঝামাঝি ধনাত্মক সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে।

(7) *বিশেষ ক্ষমতার পার্থক্য* ঃ প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ ক্ষমতার পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন—কোনো শিক্ষার্থীর সংগীতে ক্ষমতা অপর শিক্ষার্থীর খেলাধুলায় দক্ষতা রয়েছে। কারও বা সাহিত্যে বিশেষ ক্ষমতা আছে।

(8) *মনোযোগ* ঃ শিক্ষার্থীর মনোযোগের পরিসর, সঞ্চালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

○ প্রাক্ষোভিক বৈচিত্র্য ঃ

(1) *মেজাজ* ঃ মেজাজগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

■ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) ঃ

মনোবিজ্ঞানের সুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের যে অংশে মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করা হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করে থাকে। এটি একটি ফলিত মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণ অনুশীলন করা ও তার যথাযোগ্য তাৎপর্য নির্ণয় করা। কিন্তু এই আচরণ সামগ্রিক আচরণ নয়, বিশেষ এক পরিস্থিতির আচরণ। এই পরিস্থিতি হল শিক্ষা পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে 'শিক্ষা' বলতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আচরণ পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিকাশকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করে।

বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্নভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন—

(i) *মনোবিদ বার্নার্ড (Barnard)* বলেছেন—শিক্ষা-মনোবিদ্যার কাজ হল শিখন ও শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। (Educational Psychology, one of the major divisions of the broad study, deals with learning and teaching, specially in the schools, which are society's formal institution of facilitating learning.)

(ii) *মনোবিদ ক্রো এবং ক্রো (Crow and Crow)* বলেছেন—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে। (Educational Psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age.)

(iii) *মনোবিদ জাড্ (C.H. Judd)* বলেছেন—শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তির জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে। (Educational Psychology may be defined as the science which describes and explains the changes that takes place in individuals, as they pass through various stages of development from birth to maturity.)

(iv) *মনোবিদ পিল্ (Peel)* বলেছেন—শিক্ষা-মনোবিদ্যা হল শিক্ষার বিজ্ঞান। (Educational Psychology is the science of education.)।

(v) *মনোবিদ কোলেসনিক্ (W.B. Kolesnik)* শিক্ষা-মনোবিদ্যার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা ও উন্নত করতে মনোবিজ্ঞানের যেসব তথ্য ও নীতি সহায়ক, সেগুলির অনুশীলনই হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা। (Educational Psychology is the study of those facts and principles of psychology which help to explain and improve the process of education.)।

সুতরাং, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগমূলক দিকই হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। তবে মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কাজ নয়, মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিখনের যে বিভিন্ন প্রকৃতি ধরা পড়ে তার সমাধান এবং ব্যাখ্যা করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একেবারে আধুনিককালের আবিষ্কার নয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদদের চিন্তাধারার মধ্যেই তার উপাদান ছিল। এইসব উপাদান প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বর্তমান বিকাশে সহায়তা করেছে। রুশোর আগে প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, কুইন্টিলিয়ন, ভাইভ্‌স, কমিনিয়াস, লক প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তাত্ত্বিক দিক থেকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করেছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিন্তাবিদ *জ্যাঁ জ্যাকস রুশো (Jean Jacques Rousseau)* থেকেই প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞানের শুরু হয়েছে বলা যায়। রুশোর পরে *পেস্টালাৎসি (Pestalazzi)* রুশোর চিন্তাধারাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ করেন। তাই পেস্টালাৎসিকে 'আধুনিক পরীক্ষামূলক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান-এর প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয়। পরবর্তীকালে *ফ্রয়েবেল (Froebel), জোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট (Johann Friedrich Herbart)* প্রমুখ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে *এবিংহস্ (Ebinghous), হল (Hull), জেমস (James), প্যাভলভ (Pavlov), কোহলার (Kohlar), থর্নডাইক (Thorndike), স্কিনার (Skinner)* প্রমুখ মনোবিদের প্রচেষ্টায় বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসার এবং পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।

■ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র নয়। মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলিকে নির্ভর করেই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিগুলি নিম্নরূপ—

● (i) মনোবিজ্ঞানের শাখা ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি প্রয়োগের ফলে পৃথক বিষয় রূপে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষার ফল নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা যা শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদা এবং পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার আচরণ অনুশীলন করে।

● (ii) সংকীর্ণ পরিধি ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং শিক্ষাদান প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। শিক্ষাদান পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা, শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবমনের আচরণের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে কিনা, শিক্ষাকে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়—এইসব বিষয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষামূলক আচরণের আলোচনাই প্রধান। মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নেই। সুতরাং, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি মনোবিজ্ঞানের থেকে সংকীর্ণ।

● (iii) বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল কীভাবে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায়, কীভাবে স্বল্প সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা প্রদান করা যায় ইত্যাদি। সুতরাং, একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করে।

● (iv) নিজস্ব পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গবেষণা ও অনুশীলন কেন্দ্র ঃ

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়াও শ্রেণিকক্ষে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে শিশুমন ও শিখন সংক্রান্ত নানারকম তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পরীক্ষামূলক দিকও গড়ে উঠেছে। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে এখন আর শুধুমাত্র প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান বলা যায় না। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বর্তমানে তার নিজস্ব গবেষণা এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তাই মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে তথ্যের আশায় তাকে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

● (v) পৃথক বিজ্ঞান ঃ

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতির দ্বারা বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান করে এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে শিখনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা, শিখন-সঞ্চালনের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা ইত্যাদি কাজ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একক-ভাবে করে থাকে। তাই আধুনিক শিক্ষামনোবিদগণ একে পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন।

● (vi) আন্তর্বিজ্ঞান তত্ত্ব ঃ

মানুষের শিখনকে সহজ করার জন্য আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে বিশেষভাবে কাজে লাগাচ্ছে। মানব প্রকৃতির প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্য এবং আচরণের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সমাজবিদ্যা (Sociology),

নৃতত্ত্ব (Anthropology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন বিদ্যা (Chemistry), জীববিদ্যা (Biology) প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণাকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

● **(vii) নিজস্ব পদ্ধতি ঃ**

শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা ও শিক্ষকের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য বিধান করে কীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায় সে সম্পর্কে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে বিশেষ গবেষণার ফলে আধুনিক পদ্ধতি-বিজ্ঞানের (Methodology) সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতিগুলি হল—পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি, তুলনামূলক পদ্ধতি, অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ইত্যাদি। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিগুলি হল—পরীক্ষণ পদ্ধতি, জেনেটিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি, সার্ভে পদ্ধতি ইত্যাদি।

● **(viii) মানব-কল্যাণে নিয়োজিত ঃ**

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে যেসব সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে তা মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা-বিজ্ঞানের উপর প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল হয় এমন বিষয় নিয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বা কেবলমাত্র প্রয়োগমূলক স্তরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলে শিক্ষার্থীদের আচরণ অনুশীলন করছে এবং তার গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য এবং সর্বোপরি মানব-কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করছে। এটাই হল আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ।

■ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Aims of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা থেকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সাধারণভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা এবং শিখন ও শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো। কিন্তু এতেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানসম্মত ছিল না। পরবর্তীকালে প্লেটো থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদই শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করতে পারেননি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যার সাহায্যে শিক্ষকেরা

তাদের পেশাগত এবং সমাজগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন। এই সাধারণ ধারণা থেকেই মনোবিদ *স্কিনার (C.E. Skinner)* শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করে আটটি বিশেষ লক্ষ্যের কথা বলেছেন। এগুলি হল—

(i) শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অর্থাৎ শিক্ষামূলক আচরণ, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করে আচরণ পরিবর্তন করা।

(ii) শিক্ষাদর্শন শিক্ষার যে আদর্শ গঠন করে তা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য শিক্ষার বাস্তবমুখী লক্ষ্য নিরূপণ করা।

(iii) শিক্ষাক্ষেত্রে যে-কোনো সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা।

(iv) শিক্ষার্থীদের আচরণকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের সমাজের সঙ্গে অভিযোজনে সহায়তা করা।

(v) শিক্ষক যাতে তাঁর নিজের কাজ ও শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন সে বিষয়ে সহায়তা করা।

(vi) নতুন নতুন শিক্ষণ কৌশল নির্ধারণ, বিভিন্ন নির্দেশনামূলক কর্মসূচি তৈরি, শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা, সময়তালিকা প্রস্তুতি, মানসিক চিকিৎসামূলক পদ্ধতি নির্ণয় ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সহায়তা করা।

(vii) মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণের গতিপ্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ণয় করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞাপন করে আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

(viii) পাঠদান, বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক বিষয়, বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে শিক্ষার সকল স্তরের উন্নতি সাধন করা।

মন্তব্য : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উপরোক্ত লক্ষ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে। এই পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে তবেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ তথ্যগুলির কতটুকু শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রয়োগ করতে সক্ষম আর কতটুকুর জন্য শিক্ষকের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করতে না পারলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার ব্যাবহারিক উপযোগিতা হারাবে। সুতরাং, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিরই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের এই লক্ষ্যগুলির বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সচেতনতা প্রয়োজন।

■ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি/বিষয়বস্তু (Scope/Subject Matter of Educational Psychology) ঃ

● ভূমিকা ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বলতে এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচনার বিষয়বস্তু পরিসরকে বোঝায়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত শিখন ও শিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে কোনো বিষয়ে স্বল্প সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা কীভাবে প্রদান করা যায় এবং সেই শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হয় তার ব্যাখ্যা করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচি শিক্ষাদানের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে শিক্ষা-মনোবিদগণ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত পরিধি বা বিষয়বস্তুসমূহ স্থির করেছেন—

● (i) শিশু মন ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত শিশু মনের আলোচনা করে। শিশু মনের নমনীয়তা (Plasticity), তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কারণ, শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার পরিধি ও সার্থকতা দুই-ই ব্যাপ্ত।

● (ii) শিখন প্রক্রিয়া ঃ

শিখন দ্বারাই ব্যক্তি জীবনবিকাশের পথে এগিয়ে যায়। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের সূত্রাবলি, শিখনে প্রক্ষোভ, প্রেষণা ইত্যাদির ভূমিকা, তথ্য শিখন, ধারণা শিখন, সমস্যা সমাধানে শিখন, শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব ইত্যাদি আলোচিত হয়।

● (iii) প্রাথমিক মানসিক উপাদান ঃ

শিশুর সহজাত কর্মপ্রবণতা বা প্রাথমিক মানসিক উপাদানের (Original tendencies) উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। প্রবৃত্তি (Instinct), প্রবৃত্তিমূলক কর্ম (Instinctive action), তাৎক্ষণিক ক্রিয়া (Reflex action), প্রক্ষোভ (Emotion), চাহিদা (Need), মনোযোগ (Attention), অনুরাগ (Interest), বুদ্ধি (Intelligence), স্মৃতি (Memory), বিস্মৃতি (Forgetting), সৃজনশীলতা (Creativity) ইত্যাদি বিষয় কীভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

● (iv) বিকাশের ধারা ঃ

প্রত্যেক শিশুই জন্মের পর থেকে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। শিশুর এই পরিবর্তন কীভাবে ঘটে অর্থাৎ জীবনবিকাশের ধারা অনুশীলন করা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

● **(v) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঃ**

শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচিত হয়। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়।

● **(vi) শিখন সঞ্চালন ঃ**

বিদ্যালয় শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত করতে না পারলে প্রথাগত শিক্ষার উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। তাই কোনো বিশেষ পরিস্থিতির শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় কিনা, সঞ্চালন হলে তা কী পরিমাণে হয় এবং কীভাবে হয় তারও আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

● **(vii) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঃ**

প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে ব্যক্তির বিকাশ ঘটানোই গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। তাই ব্যক্তিগত বৈষম্য কী, এই বৈষম্য কোন্ কোন্ দিক থেকে আসে, এই বৈষম্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা কীভাবে পরিকল্পিত হবে ইত্যাদি আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

● **(viii) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ**

শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, তার মধ্যে আচরণের কতটুকু পরিবর্তন ঘটল, যদি বাঞ্ছিত আচরণের পরিবর্তন না ঘটে তার কারণ কী, কীভাবে সংশোধন করা যায় ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

● **(ix) পরিসংখ্যান/রাশিবিজ্ঞান ঃ**

বর্তমানে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন কাজে রাশিবিজ্ঞান বা পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হয় যেমন—

- শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবেশন করার জন্য।
- বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ফলাফলকে বিচার করার জন্য।
- বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।
- শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য।

কোনো বিষয়কে প্রয়োগ করতে হলে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তাই আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি আলোচনার ক্ষেত্র হল রাশিবিজ্ঞান বা পরিসংখ্যান যাকে শিক্ষামূলক পরিসংখ্যান (Educational statistics) বলা হয়।

● **(x) মানসিক স্বাস্থ্য ঃ**

সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রয়োজন। তাই মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি কী, কীভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী

হওয়া যায় এসবই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও শিক্ষা-বিজ্ঞান এদের পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা ব্যক্তিজীবনের বিকাশ নির্ণীত হয়, তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

● **(xi) অপরাধ প্রবণতা ঃ**

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে নানারকম অপরাধমূলক আচরণ করে থাকে, যেমন—চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা ইত্যাদি। এই অপরাধগুলি কেন করে, কীভাবে তা দূর করা যায়, এ সমস্ত আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

● **(xii) অপসংগতিমূলক আচরণ ঃ**

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেসব চাহিদা থাকে বা যে চাহিদার সৃষ্টি হয়, তার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি না করতে পারলে তাদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা যায়। এই অপসংগতির কারণ কী কী, কোন্ কোন্ দিক থেকে বিদ্যালয়ে অপসংগতির সৃষ্টি হয়, কী ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, এ সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

● **(xii) অভিযোজন প্রক্রিয়া ঃ**

শিক্ষাই হল অভিযোজন। শিখন পরিস্থিতি, বিদ্যালয় পরিস্থিতি এবং সামগ্রিকভাবে জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিযোজনের জন্য কীভাবে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা যায় এবং প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিরোধ করা যায় প্রভৃতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।

● **(xiii) শিখনের প্রতিকূল অবস্থা ঃ**

এমন কিছু অবস্থা আছে যা শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যেমন—অবসাদ (Fatigue), একঘেয়েমি (Monotony), বিরক্তিকর অবস্থা (Boredom) ইত্যাদি। শিখন পরিস্থিতিতে এই অবস্থাগুলি কেন আসে এবং কীভাবে এই অবস্থাগুলি দূর করা যায়, এসবই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

● **(xiv) নির্দেশনা ও পরামর্শদান ঃ**

শিশু যাতে বৃহত্তর সমাজজীবনে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে নিজেকে গঠন করতে পারে সেজন্য তাকে শিক্ষামূলক নির্দেশনা, বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ও পরামর্শদান প্রয়োজন। তাই শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, শিক্ষা-সংক্রান্ত ও বৃত্তি-সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশন করা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করা ইত্যাদি সবই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

● **(xv) ব্যতিক্রমী শিশু ঃ**

ব্যতিক্রমী শিশু অর্থাৎ প্রতিভাসম্পন্ন (Gifted children), ক্ষীণবুদ্ধি (Feeble-minded) পিছিয়ে পড়া (Slow learners) এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের

বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের ব্যতিক্রমী শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হয় এবং কীভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

● **(xvi) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণা ঃ**

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে বর্তমানে বহু গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে। এই গবেষণা এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনমতো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়। এই গবেষণা-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

● **(xvii) শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা ঃ**

শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকের। তাই কীভাবে শ্রেণির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, কীভাবে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সার্বিকভাবে সঠিক পথে চালনা করা যায়, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা যায়, শ্রেণিকক্ষে মনো-সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা যায় ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

মন্তব্য ঃ সাধারণভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলিই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলি শিক্ষার কতকগুলি সর্বজনীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বা পরিধি কখনোই চিরকালের জন্য স্থির হতে পারে না। কোনো প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানেই তা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যখন যেমন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানও তার অনুশীলনের পরিধি সেইভাবে বাড়িয়ে তুলছে। এই বিস্তৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে, তেমনি বিজ্ঞানের অগ্রগতিতেও সহায়তা করছে। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বর্তমানে শুধুমাত্র একটি বিষয় নয়, এটি বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়ের মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

■ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আধুনিক প্রবণতা (Modern Trend in Educational Psychology) ঃ

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে তার নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলে শিক্ষার্থীদের আচরণ অনুশীলন করে শিখন ও শিক্ষণ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং তার গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য ও সর্বোপরি মানব-কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। জীবন-পরিবেশ যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যাও পরিবর্তনশীল। একটি সমস্যার সমাধান হলে, আর-একটি নতুন